শিক্ষার্থীদের কাছে কোনো খারাপ খাবার যাবে না: স্কুল ফিডিং নিয়ে ববি হাজ্জাজ

ইত্তেফাক ডিজিটাল ডেস্ক

প্রকাশ : ২৭ জুলাই ২০২৬, ১৯:০৫

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং কর্মসূচির খাবারের মান নিয়ে কোনো অবহেলা-অনিয়ম সহ্য করা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছে কোনো খারাপ খাবার যাবে না। খাবারের মানের বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবক ও কর্মকর্তাদের সচেতন থাকতে হবে। কোনো অনিয়ম বা অবহেলা পেলে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করতে হবে।

সোমবার (২৭ জুলাই) সুনামগঞ্জে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল ফিডিং কর্মসূচি প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন ও শিক্ষার মানোন্নয়নবিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ববি হাজ্জাজ এ কথা বলেন।

প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক ভালো কাজ হচ্ছে কিন্তু সেগুলোর প্রচারণা নেই উল্লেখ করে ববি হাজ্জাজ বলেন, উল্টো নেগেটিভ ব্র্যান্ডিং হচ্ছে। এ জন্য শিক্ষকদের দায়িত্ব নিতে হবে। স্থানীয় মানুষদের সব কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। স্কুলে ‘বন্ধু রেজিস্টার’ (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, যারা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নে পরামর্শ দেবেন) রাখতে হবে। ভালো কাজগুলো মানুষকে জানাতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান ববি হাজ্জাজ।

তিনি বলেন, ‘আমরা তার পরিকল্পনায় কাজ করছি। আমাদের প্রতিটি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা দেশ ও মানুষের কল্যাণে। শিক্ষকদের পে-স্কেল বা সম্মানী, যা-ই বলেন, তা উন্নয়নের জন্য কাজ চলছে। আমরা শিক্ষকদের সঠিক মর্যাদা দিতে চাই। সে জন্য নীতিমালা হচ্ছে। তাই শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ বাড়াতে হবে। কারও একক চেষ্টায় নয়, সফলতা আসবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায়।’

হাওর এলাকার শিক্ষা নিয়ে ভাবছেন বলে জানান প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। তার ভাষ্য, ‘সুনামগঞ্জ হাওর এলাকা। এই প্রকল্পে এখন পাইলটিং হচ্ছে। এতেই আমরা সুনামগঞ্জের প্রায় অর্ধেক স্কুলকে যুক্ত করেছি। এখানে বর্ষায় কীভাবে শিক্ষার্থীদের স্কুলে বেশি উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়, তা নিয়ে ভাবছি। পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়নকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।’

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন সুনামগঞ্জ-৪ আসনের (সদর ও বিশ্বম্ভরপুর) সংসদ সদস্য নূরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুর রহিম প্রমুখ।